দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 24 2000
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মির্জাপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছেনি

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্য বইয়ের অভাবে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই মির্জাপুর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে বলে শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে।

থানা শিক্ষা অফিসের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানান, এ থানার ১১৩টি সরকারি ও ২২টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১০ হাজার ৩২ জন। বই না আসাতে ১ম শ্রেণীর বাংলা বই একজন ছাত্রছাত্রীকে দেয়াও সম্ভব হয়নি। একই শ্রেণীতে গণিত বই দেয়া হয়েছে ৯ হাজার জন ছাত্রছাত্রীকে। অবশিষ্টদের তা দেয়া সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এ বছর ছাত্রছাত্রী হল ৯ হাজার ৫শ ৪২ জন। এই শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ৯ হাজার জনকে বাংলা, ৮ হাজার জনকে ইংরেজি বই দেয়া হয়েছে। অন্যদের তা দেয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া একই শ্রেণীর জন্য গণিত বই না আসাতে এখন পর্যন্ত একজন ছাত্রছাত্রীকেও গণিত বই দেয়া যায়নি বলে সূত্রে জানা গেছে। তৃতীয় শ্রেণীতে মোট ছাত্রছাত্রী হল ৯ হাজার ৬শ' ৫৩ জন। এদের মধ্যে বাংলা (পুরাতন রিজার্ভ থেকে) দেয়া হয়েছে মাত্র ২ হাজার ৮শ' জনকে, গণিত ৪ হাজার ৬শ' জনকে, ইংরেজি ১৭শ' জনকে এবং সমাজ দেয়া হয়েছে ৩ হাজার ৬শ' জনকে। বই না আসায় এ শ্রেণীর বাকি ছাত্রছাত্রীদের এখনও বই দেয়া যায়নি। ৪র্থ শ্রেণীতে মোট ছাত্রছাত্রী হলো ১০ হাজার ৬শ' ৩৩ জন। এ শ্রেণীর নতুন বাংলা বই আসেইনি। পুরাতন রিজার্ভ বাংলা দেয়া হয়েছে ১ হাজার জনকে। গণিত ৪ হাজার ৯শ' জনকে। ইংরেজি ৪ হাজার ৭শ' জনকে, সমাজ ৫ হাজার ৪শ' জনকে। বিজ্ঞান ১৫শ' জনকে, ইসলাম ধর্ম ৩ হাজার ১ শ' জনকে, হিন্দু ধর্ম মাত্র ৯শ' জনকে। একইভাবে ৫ম শ্রেণীতে মোট ছাত্রছাত্রী হলো ৯ হাজার ১শ' ২২ জন। এদের মধ্যে বাংলা দেয়া হয়েছে ২ হাজার ১শ' জনকে, গণিত ৩ হাজার ৯শ' জনকে, ইংরেজি ৩ হাজার ৯শ' জনকে, সমাজ ১ হাজার ২শ' জনকে, বিজ্ঞান ২ হাজার ১শ' জনকে, ইসলাম ধর্ম ৩ হাজার ১শ' জনকে এবং হিন্দু ধর্ম মাত্র ৮শ' ছাত্রছাত্রীকে। বই না আসায় বাকি ছাত্রছাত্রীদের দেয়া সম্ভব হয়নি বলে শিক্ষা অফিসের দায়িত্বশীল সূত্রটি উল্লেখ করেন।

এদিকে বইয়ের অভাবে এ থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।